দৈনিক
ইনকিলাব

19 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

# প্রাইমারির পাঠ্যপুস্তক নিয়ে তুঘলকিকাণ্ড

## বই ছাপার দরপত্র হয়নি এখনও : বাফার স্টক শূন্য : সংঘবদ্ধ চক্র সক্রিয় : বিনামূল্যের বইয়ের তীব্র সংকট

ইনকিলাব রিপোর্ট

শিক্ষা বছর শুরু হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের সরকারী বেসরকারী বেশীর ভাগ স্কুলে পাঠদানও শুরু হয়েছে। কিন্তু বই পৌঁছেনি শিক্ষার্থীদের হাতে। সরকারী প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা বিলম্বে হলেও বই পাবে এমন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন শিক্ষকরা। তবে পঞ্চাশ হাজারের বেশী বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল, এনজিও স্কুল ও কিন্ডার গার্টেন স্কুলের শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বছরের পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে চলছে রীতিমত তুঘলকিকাণ্ড। বছরের শুরুতে প্রেসিডেন্ট ও সাবেক প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদকে দিয়ে প্রাথমিক স্তরের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণী কাজের উদ্বোধন করানো হলেও বাস্তবে তার কোন প্রতিফলন ঘটেনি। সরকারী তালিকাবহির্ভূত স্কুলের শিক্ষার্থীদের কাছে বিক্রির জন্য গত কয়েক বছর ধরে যে বই ছাপা হয়ে আসছিল এবার আর তা করা হয়নি এখনো। সরকারের দ্বৈত নীতির কারণে বিনামূল্যের বইয়ের পাশাপাশি বাজারে মূল্যের বইয়ের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও এবার বিক্রির জন্য কোন বই ছাপেনি এনসিটিবি। এমনকি মূল্যের বই ছাপার জন্য এখন পর্যন্ত কোন দরপত্রও আহবান করা হয়নি। দরপত্র চূড়ান্ত করার কাজ শুরু হয়েছে মাত্র। কবে নাগাদ এ বই ছাপার জন্য দরপত্র আহবান করা হবে, কবে এ বই বাজারে পাওয়া যাবে তার কোন জবাব দিতে পারেনি এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ, মুদ্রণ শিল্প মালিক কিংবা বই ব্যবসায়ীরা। জানা যায়, এনসিটিবির কর্মকর্তা-কর্মচারী, মুদ্রণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের কতিপয় মালিক, পুস্তক বিক্রেতা এবং ৫-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

প্রাইমারির পাঠ্যপুস্তক নিয়ে তুঘলকিকাণ্ড

১২-এর পৃষ্ঠার পর

এনসিটিবির তালিকাভুক্ত কয়েকজন এজেন্টের সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট সরকারী তালিকাবহির্ভূত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, এনজিও স্কুল ও কিন্ডার গার্টেন স্কুলের বই সরবরাহে পরিকল্পিত সংকট সৃষ্টি করেছে। এ সংকটকে পুঁজি করে একশ্রেণীর মুদ্রণ শিল্প মালিক ও বই ব্যবসায়ীর যোগসাজশে বিনামূল্যের বই বিক্রি করা হচ্ছে অভিনব কৌশলে। এ চক্রটি বিভিন্ন পন্থায় বিনামূল্যের বই সংগ্রহ করে কাভার ও ইনার পাল্টিয়ে মূল্যের বই বানিয়ে বিক্রি করছে। এ মাধ্যমিক স্তরের প্রতিটি বইয়ের ভেতরে এক ফর্মা সিকিউরিটি পেপার থাকলেও বিনামূল্যের প্রাথমিক স্তরের বইয়ে এমন কোন ব্যবস্থা না থাকায় অতি সহজেই জালিয়াতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে। আর এ চক্রের তৎপরতার কারণে তালিকাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চাহিদা অনুযায়ী বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

একাধিক সূত্র জানায়, গত কয়েক বছর থেকে মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের ন্যায় প্রাথমিক স্তরের বইও টেন্ডারের মাধ্যমে ছাপার জন্য মুদ্রণ শিল্প মালিকদের পক্ষ থেকে আগ্রহ ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট চক্র সে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়। বলা হয়েছে, এনসিটিবি বিক্রির জন্য মূল্যের বই ছাপার কারণে কয়েক কোটি টাকা গচ্চা দিচ্ছে। অথচ এসব বই মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের ন্যায় বেসরকারী খাতের হাতে ছেড়ে দিলে প্রতি বছর অন্তত ২ কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে জমা হত।

রাজধানীর প্রধান বই বাজার 'বাংলাবাজার'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠান হোসেন প্রকাশনীর কর্ণধার জনু মিয়া জানান, এনসিটিবি ২০০৭ সালের জন্য এখন পর্যন্ত বিক্রির জন্য প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ছাপেনি। গত বছরের কিছু বই এবারও বিক্রি করছি। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি জানান, বিক্রির জন্য নতুন বই না ছাপার কারণে এখন কোথাও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন বই পাওয়া যাচ্ছে না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, আগামী ১৫ দিনের ভেতর মূল্যের বই এনসিটিবি থেকে সরবরাহ করার কথা বলছে, কিন্তু খোঁজ নিয়ে তার কোন সত্যতা খুঁজে পাইনি। এনসিটিবির তালিকায়ও পুরনো কোন বই নেই।

ইনকিলাবের এ প্রতিবেদকের সাথে আলাপকালে অজ্ঞাত কারণে এনসিটিবি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ গাজী আহসানুল কবীর বিক্রির জন্য নতুন বছরের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক না ছাপার প্রসঙ্গটি কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে কেবল বলেছেন, বিনামূল্যের বইয়ের অনেক আগেই মূল্যের বই ছাড়া হয়েছে। বিক্রির জন্য ২০ লাখ বই ছাড়া হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে এনসিটিবি চেয়ারম্যান বলেন, বিক্রির জন্য ছাপা গত বছরের বই থেকে যাওয়ার কারণে এবার বেসরকারী খাতের মাধ্যমে মূল্যের বই ছাপা সম্ভব হয়নি। তবে আগামী বছর থেকে মূল্যের বই এনসিটিবি না ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।